দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 JAN 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবীতে ঢাবিতে লাগাতার কর্মসূচী

শিক্ষকদের মৌনমিছিল কালোব্যাজ শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবীতে লাগাতার কর্মসূচী চলছে। গতকাল (বুধবার) শিক্ষকরা মৌন অবস্থান, কালোব্যাজ ধারণ এবং ছাত্ররা ক্লাস বর্জনসহ অবস্থান কর্মসূচী ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন। আজ (বৃহস্পতিবার) ছাত্র-ছাত্রীরা কলাভবন থেকে কার্জন হল পর্যন্ত মানববন্ধন রচনা করবে। এছাড়া দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কালোব্যাজ ধারণ করে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক ও ছাত্ররা। শিক্ষকদের কর্মসূচী থেকে একদিনের মধ্যেই কারাবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়েছে। প্রফেসর কবীর চৌধুরী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নে' গেলে সেটা কারও জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই কঠোর কর্মসূচীর আভাস দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এদিকে অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে আবারও ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ১৮ জানুয়ারীর 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারী। গতকালের দিনটি শুরু হয় সকাল সোয়া ১০টার দিকে সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধনের

অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আবার পেছালো

পৃঃ ২ঃ কঃ ১

ঢাবিতে লাগাতার কর্মসূচী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে। বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের সামনে পালিত হয় এ কর্মসূচি। সকাল সোয়া ১০টার দিকে একশ' ২০ জনের বেশী শিক্ষার্থী এ মানববন্ধনে অংশ নেয়। এসময় তারা অবিলম্বে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেন। তা না হলে আরও কড় ধরণের আন্দোলনে যাবে বলে তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছে। বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শিক্ষকদের মৌন অবস্থান কর্মসূচী শুরু হয়। সকল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবীতে কর্মসূচী পালন করেন তারা। 'ন্যায় নীতি ও বিবেকের অধিকার সমুন্নত রাখ', 'অবিলম্বে সকল শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দিতে হবে', 'শিক্ষাঙ্গন সচল রাখ', 'সকল ছাত্রদের মুক্তি চাই', 'সকল শিক্ষকদের মুক্তি চাই'- এসব দাবী সম্বলিত প্লেকার্ড গলায় ঝুলিয়ে শিক্ষকরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ছাত্র শিক্ষকদের কর্মসূচির প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন পয়েন্টে বসানো হয়েছে কড়া পুলিশি পাহারা। সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতি ছিল অন্য দিনের চেয়ে বেশী।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেয়া জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, আমরা ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ এবং দাবী আদায়ের জন্য আজ এখানে এসেছি। শিক্ষক ছাত্রদের আটকে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ তারা কোন অপরাধ করেননি। যে কারণে তাদের কারাগারে আটকে রাখবে। সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। দেরি হলে সরকার ভুল করবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের আন্দোলন আরও বেগবান করা উচিত। তবে সহিংসতায় যাব না। যেভাবে সরকারকে বাধ্য করা যায় সে পথই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সবার দাবী আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া। সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহার করলেই তারা মুক্তি পাবেন। প্রফেসর এম এম আকাশ বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব। তিনি বলেন, সরকার ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি- নামে কালক্ষেপণ করছে। নতুন কর্মসূচির ব্যাপারে তিনি বলেন, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আশা করছি সরকার এরমধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিবে। গোলাপী দলের আহবায়ক প্রফেসর মনোয়ার উদ্দিন বলেন, শিক্ষকরা এখনো কোন কর্মসূচী ঘোষণা করেনি। আমরা চাই সরকার শিক্ষকদের যেভাবে গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে গেছে সেভাবে নামিয়ে দিয়ে যাবে। যদি এটা না করে তাহলে পুরো বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। প্রফেসর আখতারুজ্জামান বলেন, ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তির দাবীতে কালোব্যাজ ধারণ করতে হচ্ছে- এটা খুবই দুঃখজনক। এটা সরকার বা রাষ্ট্রের জন্য নেতিবাচক। এখনো আমরা ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিচ্ছি। সরকারের প্রতি এখনো আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আশা করছি দ্রুত একটা সমাধান হবে। অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেয়া অন্যান্য শিক্ষকরা হলেন, প্রফেসর নূরুর রহমান খান, ড. সাইফুল ইসলাম খান, মেজবাহ কামাল, প্রফেসর শাহাদাত আলী, প্রফেসর আকমল হোসেন, ড. জামাল উদ্দিন, ড. মশিউর রহমান, প্রফেসর সাখাওয়াত আলী খান, প্রফেসর আব্দুস সাত্তার, প্রফেসর আয়েশা বানু, প্রফেসর তাপস চন্দ্র বর্মন, প্রফেসর রাহেলা বানু, প্রফেসর নাজমা শাহীন, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

একই সময়ে কলাভবনের প্রধান গেটে অবস্থান করে নির্যাতনবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষার্থীরা ক্লাশ বর্জন করে কলা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। এতে কমপক্ষে একশ' শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এসময় তারা অবিলম্বে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করে বলেন, অবিলম্বে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া না হলে আরও বড় ধরণের কর্মসূচী দেয়া হবে। নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। সূত্র জানিয়েছে, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্রলীগ, ছাত্র মুক্তিসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ কর্মসূচী পালন করছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে আবারও ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়েছে। বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত ১৮ জানুয়ারীর পরিবর্তে ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে গাড়ী পোড়ানোর মামলায় চার্জশীট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য ও দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খোমেনী ইহসানের নাম প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ২০০২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দাবী করেছে। ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র-বন্ধু বিবৃতিতে কারাবন্দীদের মুক্তির দাবীতে সকল কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে আহবান জানিয়েছেন।